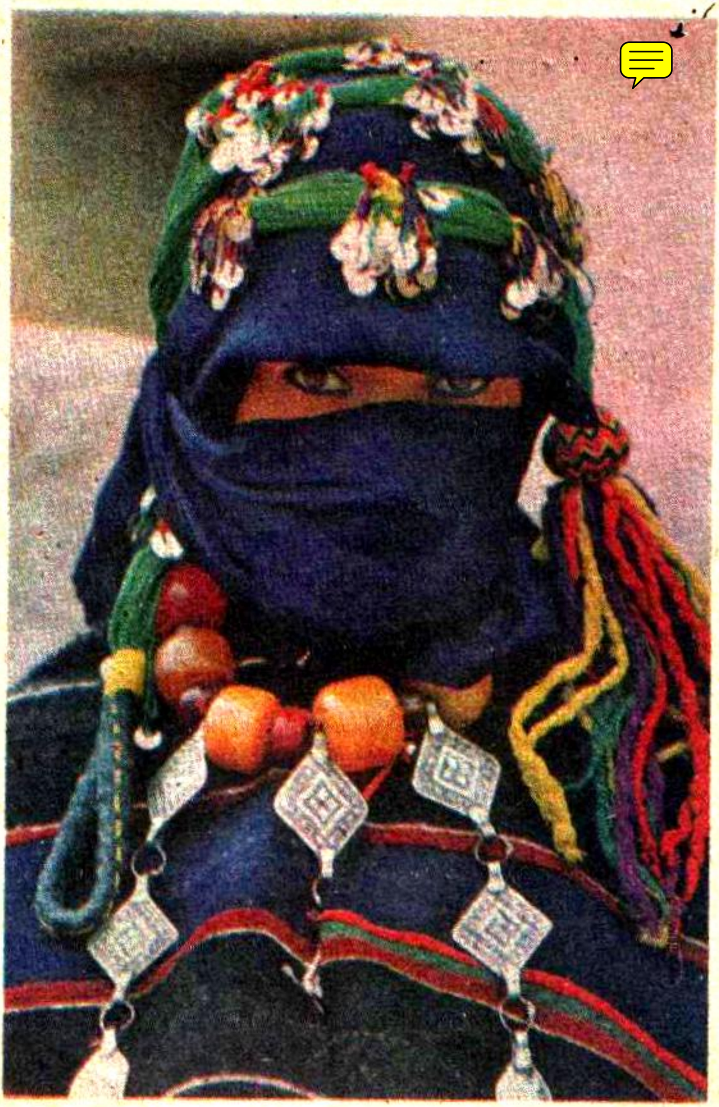

মরক্কোর উপজাতীয় এক বিয়ের কনে

মরক্কোর উপজাতীয় এক বিয়ের কনে

পশ্চিম মরক্কোর ইমিলচিল অঞ্চলে, 'অহি ট হাদিদৌদিয়া' একটি প্রভাবশালী গোত্রের নাম। অষ্টম শতাব্দীরও বহু পূর্ব থেকেই তারা এ অঞ্চলে প্রতাপের সাথে বাস করছে। পশ্চিম এশিয়ার আরব শাসকরা মরক্কোয় ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনের সময় থেকেই তারা ইসলামী বিশ্বাসের কাছাকাছি আসে। অনেকেই ইসলাম ধর্মকে সরাসরি গ্রহণ করেন। ফলে ইসলামী ভাবধারা তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিণমণ্ডলে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এ চেতনার সাথে সাথে প্রাচীন গোত্রীয় রীতিনীতিও সমানভাবে অনুসৃত হয়। ফলে একটা 'মিশ্র' সাংস্কৃতিক আবহাওয়া এদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ইউরোপে তারা বার বার নামে পরিচিত, তবে আঞ্চলিকভাবে 'ইমাজিহেন' বা 'মাটির সন্তান' বলে চিহ্নিত। বর্বর বা যুদ্ধপ্রিয় সম্প্রদায় বলে তাদের পরিচিতি থাকলেও প্রকৃতই তারা শান্তিপ্রিয় । পারিবারিক জীবন যাপনের মাধ্যমে তারা একটা সুস্থ ও গঠনমূলক সমাজ চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছে। তবে দাম্পত্য জীবনে স্বামীস্ত্রীর অবনিবনায় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলেও সার্বিকভাবে তারা বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী। এ প্রসঙ্গে জনৈক মরক্কোর নৃতাত্ত্বিক বলেন, "যুদ্ধপ্রিয় সম্প্রদায় হিসেবে তাদের সুখ্যাতি থাকলেও বারবাররা বছরের ছয় মাস যখন গ্রামে অবস্থান করেন, তখন তারা প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধনেই আবদ্ধ থাকে।

তবে স্বামীস্ত্রী বনিবনা না হলে তা বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়। এ ঘটনা তাদের জীবন যাত্রার সাথে লীন হয়েছে যেন।"

বারবার পুরুষরা বছরের দীর্ঘ সময় বাড়ীর বাইরে থাকেন। মেষ চরাতে তারা দূরদূরান্তে চলে যান। তখন গৃহস্থালীর কাজসহ যাবতীয় ঝামেলা মহিলাদেরই সামাল দিতে হয়। সন্তান পালন, সাকসব্জির বাগান পরিচর্যা, কাপড় বোনার মত কাজগুলো মহিলারাই নিজে দায়িত্বে সম্পন্ন করেন। মহিলাদের এ অনন্য ভূমিকাকে স্মরণ করেই বলা হয় "তাঁবুর খুঁটি"। অর্থাৎ তারা তাঁবুবর খুঁটির মতই সবকিছু আগলিয়ে রাখেন। বারবার সম্প্রদায়ের মহিলারা তাই 'নারী জাতির গৌরব'। বাৎসরিক মেলা বারবার সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আটলাস পর্বতের পাদদেশে ইমিলচিল অঞ্চলে প্রতিবছরই এ মেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলা দুই পর্বের। সেপ্টেম্বর বাদে অন্য সময়গুলোর মেলা মূলতঃ পণ্য বেচাকেনার উদ্দেশ্যে সামনে রেখে আয়োজিত হয়। উৎপাদিত কাপড়, মালা, শস্য, সব্জি, মেষ নিয়ে ব্যবসায়ীরা দূরদূরান্ত থেকে আসেন। সেখানেই তাঁবু খাটিয়ে আশ্রয় নেন। মেলা শুরুর প্রত্যুষে ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন করেন।

মোঃ শামীম আখতার

কখনও কখনও পণ্য বিনিময় হয়, এ ক্ষেত্রে মুদ্রার ব্যবহার হয় না। আর সেপ্টেম্বরের মেলা অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। এ মেলায় পণ্য বিক্রি হয় না, তবে তা বরকনের দাম্পত্য জীবনের সেতুবন্ধ রচনা করে। মেলায় তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা ও বিপত্নীকদের সংখ্যাধিক্য থাকলেও নব যৌবনা কনে আর টগবগে যুবকের সংখ্যা নেহায়েত কম না। বিয়ের উদ্দেশ্যে আগত যুবকরা গলায় সাদা কাপড় আর মাথায় সাদা পাগড়ী বেঁধে তাঁবু তৈরীর সরঞ্জাম সঙ্গে আনেন। বাহন একটি ছোট গাধা। শুধু [illegible] না [illegible] জন্য উপহারসামগ্রী বোঝাই একটা স্যুটকেসও যুবকটির সঙ্গে থাকে। আর কনে আপাদমস্তক (মুখংশবাদ) কালো চাদরে আবৃত রাখেন। মাথায় সিলভারের মুদ্রা খচিত অলংকার আর গলায় অম্বরের মালা দিয়ে সৌন্দর্য চর্চা করে। মেলায় বরকনে খোলাখুলীভাবে আলাপ-আলোচনা করতে পারে; এমনকি হাতেহাত রেখে কথা বলার রেওয়াজও আছে। অবশ্য কন্যার সাথে নিকট আত্মীয় থাকেন। আলাপ-আলোচনা হয় মাতৃভাষাঃ 'তামাজিঘাত' বা আরবী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পরিচয় ইতিবাচক না হলে কথা হয় অন্যের সাথে। কোন পুরুষ পছন্দ হলে বারবার মহিলারা বেশ কৌতুক করে বলেন, "তুমি আমার যকৃৎ ছিনিয়ে নিয়েছ।" হৃদয়কে ভালবাসার প্রতীক বলে পছন্দ হয় না এদের যকৃৎ পরিপাকে সাহায্য করে নিঃস্বার্থ ভালবাসা প্রদান করে বলে 'যকৃৎ'ই তাদের ভালবাসার প্রতীক।

[illegible] শেষ হলে বিয়ের পড়া

এক বিয়ের কনে

'৯ পাতার পর

শুরু। এ কাজ সম্পন্ন করতে সরকারী কাজী আছেন। মেলাতেই তাদের দপ্তর। কাবিননামা লেখাসহ যাবতীয় আইনগত দিক তিনি সম্পন্ন করেন। এ সময় বরকনে উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজন হাজির থাকেন। কাজি সামান্য রসিকতা করেন, এতে পরিবেশটা বেশ রোমান্টিক হয়ে উঠে। অবশেষে উভয় পক্ষের সম্মতিতে বিয়ে পড়া শেষ হয়। এ সময় বর পক্ষকে ২০ দিরহাম (৫ ডলার) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আর পঞ্চাশ দিরহাম মোহরানা কনেকে দিতে হয়। মেলা শেষ হলে নববধূর আত্মীয়স্বজন বরের বাড়ীতে আপ্যায়িত হন। সেখানেই ভোজের আয়োজন করা হয়। এভাবেই শুরু হয় দম্পতির জীবনের নতুনপর্ব।